

# ড্যাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder: J.C.Paul Former Editor: Paritosh Biswas

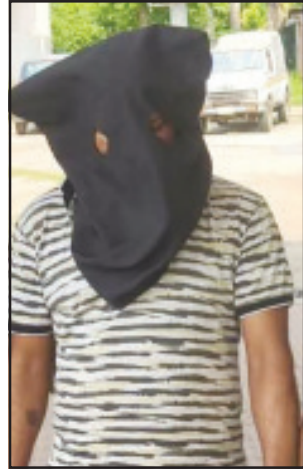


JAGARAN 72 Years Issue-263 24 June, 2026 আগরতলা ২৪ জুন, ২০২৬ ইং ৯ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার RNI Regn. No. RN 731/57 মূল্য ৩.৫০ টাকা আট পাতা



## কাঁঠালতলীতে বিজেপি কর্মী খুন

# অভিযুক্তের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, পরিস্থিতি থমথমে, জারি ১৬৩, গ্রেপ্তার স্বদলীয় নেতা



নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন। রাজধানীর আমতলী থানাধীন কাঁঠালতলী এলাকায় তরুণ সখে ক্লাবের সম্পাদক ও বিজেপি সমর্থক সমীর দাস খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ, টিএসআর ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতার (বিএনএসএস) ১৬৩ ধারা জারি করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাঁঠালতলী এলাকার বাসিন্দা সমীর দাসের সঙ্গে একই এলাকার স্বপন সূত্রধরের দীর্ঘদিনের বিরোধ ছিল। পরিবারের অভিযোগ, তাকে ক্লাব সম্পাদক বানানোর পর থেকেই তার সঙ্গে বিরোধ ওই অভিযুক্তের। সেই পূর্ব শত্রুতার জেরেই সোমবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে। জানা যায়, সোমবার রাতে সমীর দাস নিজের স্কুটি নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তার ধারে রক্তাক্ত অবস্থায় সমীর দাসের দেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। খবর পেয়ে আমতলী থানার ওপি পরিচোষ দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পাশাপাশি ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ দল ও ডগ স্কোয়াডকে ঘটনাস্থলে ডাকা হয়। ফরেনসিক দল বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে এবং ঘটনার গুণ্ঠানুগুণ তদন্ত চালায়। পুলিশ সূত্রে উদ্ভাৱন করে ময়নাতদন্তের জন্য আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালের

## ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

# আগামী প্রজন্মের কাছে তিনি অনুপ্রেরণার উৎস : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (আইএনএসএস)। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ (পূর্বতন টুইটার) প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একজন বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ আজও প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে।

প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, “বলিদান দিবসে আমি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা র সঙ্গে স্মরণ করছি। তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট দেশপ্রেমিক, শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়ক, যিনি ভারতের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। জনজীবনে তাঁর অটল বিশ্বাস, সাহস এবং জাতীয় স্বার্থের প্রতি অঙ্গীকার আজও অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর আত্মত্যাগ আমাদের সম্মিলিত স্মৃতিতে অমলিন। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে শক্তিশালী ও উন্নত ভারত গড়ার অঙ্গীকার আমরা পুনর্বার্ত্ত করছি।” ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি জওহরলাল নেহরুর মন্ত্রিসভায় দেশের প্রথম শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন। পরে মতাদর্শগত মতপার্থক্যের কারণে মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন, যা পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ভিত্তি হয়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদ, সাংস্কৃতিক পরিচয়, আত্মনির্ভরতা এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে তাঁর অবস্থান স্বাধীনোত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। কাশ্মীর ইস্যু, পাকিস্তান নীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে নেহরু সরকারের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদিকে, দিল্লিতে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন দিল্লির পূর্বাঞ্চল করছি।” ১৯০১ সালের ৬ জুলাই কলকাতায়

## তাঁর আদর্শে আমাদের আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়া : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন। ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে একটা পরিবার। এই পার্টির নীতি আদর্শকে পাথের করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আর ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ছিলেন একজন অসাধারণ ব্যক্তি। তাঁর নীতি ও আদর্শকে পাথের করে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। আজ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ কার্যালয়ে দেশপ্রেমিক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি কার্যক্রমে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

আইএনএসএস মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পণ্ডিত



দীন দয়ালের একান্ত মানববান্দ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমাজের অস্তিম স্তর পর্যন্ত মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। ড. শ্যামা

## ডুবা থেকে উদ্ধার অজ্ঞাত বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৩ জুন। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থানার অন্তর্গত সাকাইবাড়ি ভটগাড়া ৭ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ডুবা থেকে প্রায় ৮০ বছর বয়সী এক অজ্ঞাতপরিচয় বৃদ্ধকে উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে বিষয়টি আসার পর ধর্মনগর দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে

## বিলোনীয়ায় বিজেপির দলীয় অফিসের সামনে কর্মীকে মারধোর, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন। আগরতলা পুর নিগমের (এএমসি) ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত আড়ালিয়া স্কুল চৌমুহনিতে বিজেপি দলীয় কার্যালয়ের সামনে দলের এক সক্রিয় কর্মী মারধোরের শিকার হওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, সোমবার রাতে ২৭

নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকজন বিজেপি নেতার নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি দলেরই এক একনিষ্ঠ ও সক্রিয় কর্মীর উপর হামলা চালায়। ঘটনাটি আড়ালিয়া স্কুল চৌমুহনিস্থ বিজেপি দলীয় কার্যালয়ের সামনেই ঘটে বলে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে দাবি, আক্রান্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে দলের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রকাশ্য স্থানে তাকে মারধোর করা হয়, যার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হিসেবে অভিযোগ উঠেছে যে, ঘটনার সময় দলের কয়েকজন নেতা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও আক্রান্ত কর্মীকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেননি। বরং

## বিশালগড়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় কাউন্সিলারের ছেলে সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৩ জুন। বিশালগড়ে ফের ছিনতাইয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে তিন যুবকের পথ আটকে তাদের কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় বিশালগড় পুর পরিষদের এক কাউন্সিলারের ছেলের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ অনুযায়ী, সোমবার রাতে তিন যুবক নিজস্বের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় কয়েকজন যুবক তাদের পথরোধ করে টাকা ছিনিয়ে নেয় বলে দাবি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিতে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তারা হলেন সাগর দেব, সমরজিৎ



মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

## রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

# জিবি ও এজিএমসি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে নিষেধাজ্ঞা, পরিবর্তে বাড়ছে বেতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন। রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার মান আরও উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য মন্ত্রিসভা। এবার থেকে জিবি পথ হাসপাতাল ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি)-এর চিকিৎসকরা আর কোনও ধরনের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখতে পারবেন না। এর পরিবর্তে তাঁদের বেতনে ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

ক্যান্টো বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বিস্তারিত তথ্য দেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র জিবিপি হাসপাতাল ও এজিএমসি-র চিকিৎসকদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। রাজ্যের অন্যান্য জেলা ও মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকদের উপর এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। তবে পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করবে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, “জিবিপি হাসপাতাল রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল। এই হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগতমান বজায় রাখা এবং রোগীদের আরও উন্নত পরিষেবা নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের পরিবর্তে তাঁদের বেতনে ২০ শতাংশ বিশেষ বৃদ্ধি করা হবে।”

## আসল তৃণমূল বৈধতার দাবিতে কমিশনে দুই গোষ্ঠী

কলকাতা, ২৩ জুন (আইএনএসএস)। তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-অনুগামী গোষ্ঠী নির্বাচন কমিশনের (ইসিআই) কাছে দলের ‘আসল’ জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির তালিকা জমা দিয়েছে। তাদের দাবি, এই কমিটিই দলের প্রকৃত জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটি।

সূত্রের খবর, সোমবার রাতেই নির্বাচন কমিশনের কাছে এই তালিকা পাঠানো হয়। এর কিছুক্ষণ আগেই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তৃণমূলের বিরোধী কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়ক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে বিরোধী দলনেতা স্বতন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন জাতীয় ওয়ার্কিং কমিটির ঘোষণা করেন, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম রাখা হয়নি।

মমতা-অনুগামী গোষ্ঠী সিংখালি ‘শিবি’ কিন্তু সংখ্যালঘু ‘শিবি’র বলে দাবি করেছে। তাদের পাঠানো তালিকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জাতীয় চেয়ারপার্সন, সুব্রত বরীকে জাতীয় সহ-সভাপতি এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া রাজ্যসভার সাংসদ ডেবেরক ও ব্রায়েন ও সোলা সেনকে যুগ্ম সম্পাদক এবং প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিষ চক্রবর্তীকে কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

## কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক বিপর্যয়কর আবহাওয়া মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত কৃষিদপ্তর : মন্ত্রী রতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন। রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর যেকোনো ধরনের খরার মতো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তবে রাজ্যে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হবে না, কারণ ইতিমধ্যেই ১০০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে রাজ্যে। আজ এ কথা জানান কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে একটি ভিডিও কনফারেন্স বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর এই মন্তব্য করেন।

পরে মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, আজ একটি ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যা কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী, সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন আমাদের কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অত্যন্ত সক্রিয় এবং সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করছেন। আমাদের দেশে ধান, গম, মাছসহ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে স্বনির্ভর হলেও এল নিম্নো প্রভাবের কারণে দেশের বিভিন্ন অংশে খরার সম্ভাবনা থাকতে পারে। সেই কারণেই তিনি আগাম প্রস্তুতি নিতে এবং সব রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের সতর্ক করতে এই বৈঠক ডেকেছেন।

মন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরায় এমন পরিস্থিতির সম্ভাবনা কম। আইএমডি ও তাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বৃষ্টি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবে। তিনি জানান আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই ১০০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত সন্তাবনা নেই। তবে এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে মোকাবিলায় জন্য আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

খারিফ ফসলের উৎপাদন বাড়তে বাজ, রাসায়নিক সার ও স্প্রেয়ার সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

ধান, তৈলবীজ ও ডালজাতীয় খরিফ ফসল যেন সমষ্টিগতভাবে চাষ হয়, সেই বিষয়েও উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। জীবনরক্ষাকারী সেচের জন্য সব সেচব্যবস্থা প্রস্তুত করা হচ্ছে। আমাদের সরকার যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত।

## কৃষি ঋণের ৯ হাজার টাকা রহস্যজনক ভাবে অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৩ জুন। কৃষি ঋণের টাকা অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার পর রহস্যজনকভাবে ৯ হাজার টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খোয়াই জেলায়। খোয়াইয়ের বেহালাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা রোহন দেববর্মা এই অভিযোগে তুলে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর খোয়াই শাখা থেকে ৬৫ হাজার টাকার কৃষি ঋণ পান। তাঁর দাবি, ঋণের অর্থ অ্যাকাউন্টে জমা হওয়ার পরপরই সেখান থেকে ৯ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়। ভুক্তভোগীর অভিযোগ, ঋণের টাকা জমা হওয়ার পর খোয়াইয়ের দিল্লিভূতা ফেল্ডের বাজার এলাকার এক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে এসে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেন। এরপরই অ্যাকাউন্ট থেকে ওই টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর সন্দেহ।

রোহন দেববর্মা প্রশ্ন তুলেছেন, শুধুমাত্র একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বর জানলেই কি কারও অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তোলা সম্ভব? তাঁর দাবি, এর পেছনে একটা বড় চক্র সক্রিয় থাকতে পারে।

## নেশার কবলে হাবুডুবু খাইতেছে যুবসমাজ

মঙ্গলবার দেখা গিয়াছে রাজধানীর আগরতলা শহরে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা হাতে পোস্টার লইয়া নেশার বিরুদ্ধে সচেতনতা করিয়া তুলিতে স্লোগান তুলিয়া রাজপথ পরিভ্রমণ করিতেছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্যই হলো যুবসমাজ এবং নেশাপ্রস্থ লোকজনদেরকে নেশার কবল হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়িবার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বত্রই পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। একাংশের গৃহবধুরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ানা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাপি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা,খুমসারাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতেছে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইতেছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধু শিরাপথে মাদক গ্রহণ করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যারা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাপি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধু মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহণ করিবার প্রবণতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রহণ যুবক যুবতী গৃহবধুদের যাওয়ার কোন আশঙ্ক দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহণকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুইসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডশ্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারণ শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিদিনই মাদক গ্রহণ করায় একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহণ এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিবে তাহা উত্তর দপ্তরের প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের ব্যায়েড়াটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পূজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু একটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরাপথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা। এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটিহিতে মাদক সেবনকারীদের গোটা পরিবার সর্বশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কমন্সাল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।

দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়িয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সঞ্চল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনী অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয়, শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বর্তমান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরাপথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাধ্যকর্মে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিপুল সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়তে অভিব্যক্তদের মধ্যে চিন্তার ভাজ,দিশাহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা স্লোগান যেন বিরূপ করিয়া হাসিতেছে।রাজ্য এইডস কমন্সাল সোসাইটি যেভাবে চাকচৌল পিঠিইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যভিত্তক মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিবে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

### ৫ কোটি টাকার রাস্তার কাজে অনিয়মের অভিযোগ, বেহাল আড়ালিয়া-ময়নামা সড়ক;

### আন্দোলনের হুঁশিয়ারি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৩ জুন: বঙ্গনগর বিধানসভার অন্তর্গত আড়ালিয়া থেকে ময়নামা সংযোগকারী সড়কের সংস্কার কাজে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন সড়কের কাজ অর্ধেক সম্পন্ন করার পর দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে, যার ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আড়ালিয়া হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকা থেকে আড়ালিয়া হয়ে ময়নামা পর্যন্ত প্রায় ৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের সংস্কার কাজ শুরু হলেও তা পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পন্ন করা হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, আংশিক কাজ করার পর ঠিকাদার সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর আর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টিতেই সড়কের বিভিন্ন অংশে জল জমে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় রাস্তা কার্যত জলাবদ্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে পথচারী ও যানবাহন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজগামী ছাত্রছাত্রী, রোগী এবং সাধারণ যাত্রীদের প্রতিদিনই ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ।

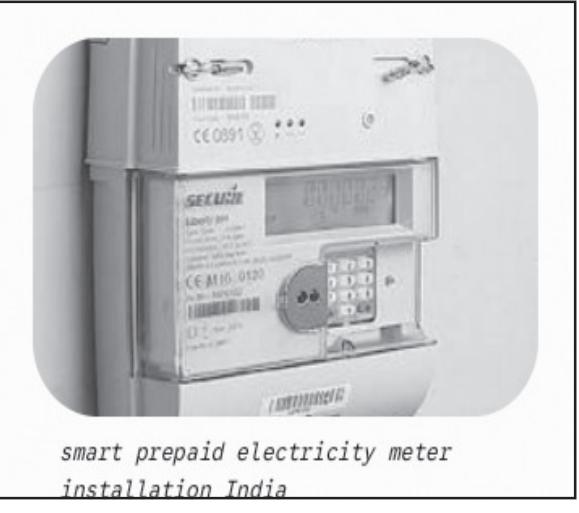
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও রাস্তার এমন বেহাল অবস্থা মেনে নেওয়া যায় না। তাদের অভিযোগ, প্রকল্পের কাজে গাফিলতি ও অনিয়মের কারণেই আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, দ্রুত সড়কের সংস্কার কাজ পুনরায় শুরু করে সম্পূর্ণ না করা হলে তারা বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে হাঁটবেন। প্রয়োজনে সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তারা।

# সরকারি কর্মীদের ঘরে ঘরে ‘স্মার্ট মিটার’ সুশাসনের মডেল নাকি বৈষম্যের নয়? নিদান?

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন সিদ্ধান্তের মুখোমুখি। রাজ্য সরকারের সাংপ্রতিক এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে; রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে বাধ্যতামূলকভাবে ‘স্মার্ট প্রিপেইড মিটার’ বসাতে হবে। বিদ্যুৎ অপব্যয় রোধ; বকেয়া বিলের বোঝা কমানো এবং সর্বোপরি বিদ্যুৎ পরিষেবার স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে নবমের এই পদক্ষেপকে অনেকেই এক অভিনব ‘সুশাসনের মডেল’ হিসেবে দেখছেন। তবে এই নির্দেশিকা ঘিরে অমরমহলে ক্ষোভ; বিতর্ক এবং প্রশাসনিক জটিলতার পারদও চড়ছে সমান্তরালভাবে। রাজ্য প্রশাসনের এই নিদান কি কেবলই বিদ্যুৎ সংস্কারের সোপান; নাকি এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে অন্য কোনো অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা; তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা এবং সিইএসসি এলাকায় ধাপে ধাপে ‘স্মার্ট মিটার’ বসানোর কাজ চললেও; সরকারি কর্মচারীদের লক্ষ্য করে এই বিশেষ নিদান জারির পেছনে সরকারের নিজস্ব কিছু কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের প্রশ্ন; যেখানে সাধারণ নাগরিকদের জন্য এখনও এই ব্যবস্থা এট্রিক্ক বা ধাপে ধাপে কার্যকর হচ্ছে; সেখানে সরকারি কর্মচারীদের ওপর কেন এটি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? অনেকের মতেই; মহার্ঘ্য ভাতা নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কর্মচারীদের আইনি ও মানসিক বিরকারি কর্মীদের একাংশের সর্বকালের ‘স্মার্ট মিটার’ বা নিজস্ব বাসভবনে মাসের পর মাস বিদ্যুৎ

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

চাপ এবং বৈষম্য হিসেবে। কোয়ার্টারে থাকা গ্রুপ- ডি কর্মী থেকে শুরু করে মহাকরণের উচ্চ পদস্থ আমলা— সকলের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য করায় ক্ষোভের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। কর্মচারীদের বক্তব্য; বিদ্যুৎ সঞ্চয় বা বিল মটোনার ক্ষেত্রে তারা সাধারণ নাগরিকদের মতই সং; তাহলে শুধু সরকারি তকমার কারণে তাদের কেন বিদ্যুৎ দপ্তরের নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ‘গিনিপিগ’ হতে হবে? প্রযুক্তিগতভাবে ‘স্মার্ট মিটার’ অত্যন্ত আধুনিক। এটি রিয়েল-টাইম বা তৎক্ষণিক ডেটা পাঠাতে পারে; যার ফলে বিদ্যুৎ চুরির প্রবণতা কমে এবং লোড ম্যানেজমেন্ট সহজ হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের সামগ্রিক অর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এর কিছু নেতিবাচক দিকও রয়েছে যা সংবাদপত্রের পাতায় উঠে আসা জরুরী। প্রথমত; প্রিপেইড ব্যবস্থার কারণে রিচার্জ শেষ হওয়া মাত্রই স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিদ্যুৎ সরকারি কোয়ার্টার গুলোতে অনেক সময় জরুরী পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা থাকেন। গভীর রাতে বা কোনো জরুরী মুহূর্তে অনলাইন রিচার্জ বার্থ হলে যে



ভোগান্তি হবে; তার দায় কে নেবে? দ্বিতীয়তঃ ‘স্মার্ট মিটারের ভাড়া এবং তার টেকনিক্যাল চার্জ সাধারণ মিটারের চেয়ে বেশি। কর্মচারীদের বেতন থেকে বা বিলের মাধ্যমে যদি অতিরিক্ত খরচ উসুল করা হয়, তবে তা তাদের আর্থিক সাধার ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে। সরকারি কর্মচারীদের বাড়িতে ‘স্মার্ট মিটার’ বসানোর এই সিদ্ধান্তকে অনেকেই দেখছেন ‘পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ’ হিসেবে। নবান্ন খুব ভালো করেই জানেন; সাধারণ মানুষের ঘরে একযোগে ‘স্মার্ট মিটার’ বসাতে গেলে বড় ধরনের গণপ্রতিরোধের মুখে পড়তে হতে পারে। এর আগে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ‘স্মার্ট মিটার’ বসানোকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভের নজির রয়েছে। তাই কর্মচারীদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সরকার আসলে জনমানসে ক্ষোভের আঁচ পরীক্ষা করতে চাইছে। স্বভাবতই এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরঙ্গও শুরু হয়েছে। বিরোধীপক্ষ বিষয়টিকে সরকারের ‘আর্থিক দৌলতিয়াপনা’ এবং বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার ‘ঘাটতি পূরণের মরিয়া চেষ্টা’ বলে কটাক্ষ করছে তাদের মতে; বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ের অন্য আইনি পথ

# যুক্তরাজ্যে এত ঘন ঘন প্রধানমন্ত্রী বদল হচ্ছে কেন?

বিগত দশ বছরের মধ্যে স্যার কিয়ের স্টারমার হলেন ষষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, যিনি পদত্যাগ করেছেন অথবা ভোটারদের দ্বারা অপসারিত হয়েছেন। কেউ যদি এ বিষয়ে সন্দেহে থাকেন, তাহলে বলে রাখা ভালো— ব্রিটিশ রাজনীতিতে এটি স্বাভাবিক নয়। যদি এখানো বিশ্লেষণ না হয়, তাহলে এটি বিবেচনা করুন— ১৮শ শতকে ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রী পদটি চালু হওয়ার পর থেকে গড়ে প্রত্যেকেই প্রায় পাঁচ বছর করে দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু গত এক দশকে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র প্রায় ১৮ মাসে। তাহলে এই স্বাভাবিক দ্রুত পরিবর্তনের কারণ কী? অবশ্যই, এই ছয়টি ক্ষেত্রে প্রত্যেকটির নিজস্ব কারণ রয়েছে। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যুক্তরাজ্যের সদস্যপদ নিয়ে গণভোট থেকে পরাজিত হওয়ার পর পদত্যাগ করেছিলেন ডেভিড ক্যামেরন। টেরেসা মে-ও ব্রেস্মিটের শিকার হন; যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ইউরোপীয় ঠাকুক, সুযোগ অনুসরণ করে যুক্তরাজ্যের মতো দেশীয় যুক্তরাজ্যের মতো দেশীয় ঠাকুক, সুযোগ অনুসরণ করে যুক্তরাজ্যের মতো দেশীয়

রব ওয়াটসন

উঁচু অর্জনপ্রিয়তা দলের জন্য বড় ধরনের হুমকি। তবে এই ব্যক্তিগত পতনের ঘটনাগুলোর পাশাপাশি, যুক্তরাজ্যে আরও বড় কিছু পরিবর্তন ঘটেছে, যা রাজনীতিকে আরও কঠোর এবং সংঘাতপূর্ণ করে তুলছে, আর ভোটারদের আরও অনমনীয় ও বিভক্ত করে দিচ্ছে। তাহলে আরও কী ঘটেছে? গভীর অসন্তোষ জনমত জরিপ, ফোকাস গ্রুপ এবং বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বোঝা যায়, ভোটারদের মধ্যে একটি অসুস্থিত আছে যে, রাজনীতিকরা অসন্তোষের তিনটি মৌলিক কারণ মোকাবিলা করতে পারছেন না। প্রথমটি হলো স্ববির জীবনমান। এই কষ্টদায়ক প্রবণতার শুরু ২০০৮ সালের বৈশ্বিক আর্থিক সংকট থেকে। ফলে, কেন ২০১৬ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে ছয়জন প্রধানমন্ত্রী হয়েছে তা বোঝার জন্য সময়েরা সেখান থেকেই শুরু করা যায়। এই বিষয়টি প্রেক্ষাপটে রাখতে গেলে বলা যায়, ১৯শ শতকের গোড়ায়

নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর থেকে এমনভাবে আর জীবনমান স্থবির হয়ে পড়ে নি। যখন মানুষ আর্থিকভাবে চাপে থাকে এবং মনে করে যে, পরবর্তী প্রজন্ম আগের চেয়ে ভালো অবস্থানে থাকবে— এই অর্থাৎ বিস্তৃত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি সরকার পূরণ করতে পারছে না, তখন নেতিবাচক মনোভাব তৈরি হওয়া সম্ভব। রাজনীতিবিদদের জন্য আরও উদ্বিগ্নকর বিষয় হলো, জরিপে দেখা যাচ্ছে ১৯৯৮ সালে যখন উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও শিল্পসংক্রান্ত অস্থিরতা, এর পর এখন অর্থনৈতিক হতাশা সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দ্বিতীয় কারণ হলো এই অনুভূতি যে, যুক্তরাজ্যে কিছুই ঠিকঠাক কাজ করছে না - পরিবহন, বিচারব্যবস্থা বা অন্য যেকোনো জনসেবা প্রত্যাশিত মতো কাজ করছে না। এটি আংশিকভাবে একই নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃত্তির ফল, যা জীবনমানের স্থবিরতা সৃষ্টি করছে। অবকাঠামো, শিক্ষা,

# মানুষের মতো মাছও সুযোগ পেলে ঘুমায়, নতুন গবেষণা

মাছের ঘুমের ধরণ শনাক্ত করতে গবেষকেরা যেছে নিয়েছিলেন জেরাফিশকে। এই মাছের চোখের নড়াচড়া অনুসরণ করে মাছের ঘুমের চারটি ভিন্ন ধরন শনাক্ত করেছেন তাঁরা। এই ধরণগুলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জটিল ঘুমের ধাপগুলোর সঙ্গে বিস্ময়করভাবে মিলে গেছে। মাছ সাগরের তলদেশে বেঁচে থাকে। কখনো প্রবালের ভেতরে আশ্রয় নেয়। জলের নিচের গুহার অন্ধকারেও কিছু মাছ লুকিয়ে থাকে। যেখানেই থাকুক, সুযোগ অনুসরণ করে আমাদের মতো বিশ্রাম নেয়। ঘুমিয়ে বা নিমিয়ে নেয়। ক্লাস্তি দূর করার চেষ্টা করে।

আহমাদ মুদ্দাসসের

মেংবো লি জানিয়েছেন, এদের ঘুমের গঠনও জটিলতা রয়েছে। মানুষের মতো বেশির ভাগ মাছও দিবাচর। মানে প্রধানত রাতে ঘুমায়, দিনে জেগে থাকে। মাছের চোখের পাতা নেই। তাই মাছ আমাদের মতো চোখ বন্ধ করে অন্ধকার তৈরি করতে পারে না। মাছের ঘুমের চারটি উপধাপের মধ্যে তিনটি ঘটে রাতে। তিনটি ধাপ পার হতে সব মিলিয়ে সময় লাগে প্রায় ১০ ঘণ্টা। প্রথম ধাপে সবচেয়ে গভীর ঘুম হয়। এ সময় মাছের চোখ একদৃষ্টে স্থির থাকে। দ্বিতীয় ধাপ সময় হয়ে এলে জিভটিকে এই অবস্থায় রাখা হয়। এটি অপেক্ষাকৃত হালকা ঘুমের ধাপ। এ সময় জেরাফিশের চোখ এক দিকে হালকা ঝেঁপে ওঠে। এরপর ধীরে ধীরে চোখ আবার মাথাখানায় ফিরে আসে। তৃতীয়

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের স্নায়ুবিজ্ঞানী ডু রবসন এই বস্তুটি তৈরি করেছেন। এটি ১০৫টি মাছকে অনুসরণ করতে সক্ষম। যখন মাছগুলো সাঁতার কাটে, খাবার খিকার করে বা ঘুমায়, তখন এই বস্তু নিজে নিজে এই মাছদের অনুসরণ করে দিনের বেলায় অল্প সময়ের জন্য জেরাফিশের চোখ এদিক-সেদিক নড়াচড়া করে। এদিক-সেদিক এই অবস্থায় দেখলে মনে হবে, আশপাশের সম্ভাব্য বিপদ খুঁজে দেখছে। তবে চোখ হতে পারে। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের এই নিম্ননি এত গভীর, এ সময় মাছের মস্তিষ্কের অনেক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় মাছকে জাগানোও কঠিন। গবেষণার আরও অনেক মনে হবে, আশপাশের সম্ভাব্য বিপদ খুঁজে দেখছে। জেরাফিশের শরীর জীবনের প্রথম তিন সপ্তাহ স্বচ্ছ থাকে। ফলে বিজ্ঞানীরা ক্যালসিয়াম ইমেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে সরাসরি এদের মস্তিষ্কের ভেতর থেকে দেখতে পারেন। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর বায়োলজিক্যাল সাইবরনেটিক্স জেরাফিশের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের তুলনায় ছোট। এ সেরল হলেও ঘুমের সবচেয়ে মৌলিক প্রক্রিয়াগুলো বোঝার জন্য মাছটি বেশ কার্যকর। মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘুম নিয়ন্ত্রণকারী অনেক জিন, স্নায়ুকোষ এবং গুণ্ডু মাছের ক্ষেত্রেও একই ধরনের প্রভাব ফেলে। প্রায় সব প্রাণীই জীবনের বড় একটি অংশ ঘুমিয়ে কাটায়ে কিন্তু কেন প্রাণীরা ঘুমায় এবং কেন প্রক্রিয়ায় ঘুম নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সম্পর্কে এখনো গবেষকদের অনেক কিছু অজানা। এই গবেষণা হয়ত প্রাণীর ঘুম নিয়ে আরও জানতে সহায়তা করবে।

# রাজাগোপাল থেকে কুরিয়ান: কেবলে বিজেপির ফর্মুলার সামনে নতুন পরীক্ষা

নয়াদিল্লি/কোচি, ২৩ জুন (আইএএনএস) : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জর্জ কুরিয়ান-এর রাজ্যসভার মেয়াদ নবীকরণ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কেবলে থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় নতুন কোনও প্রতিনিধি আসবেন কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। রাজ্যসভার সদস্যপদের মেয়াদ শেষ হওয়ায় মঙ্গলবার জর্জ কুরিয়ান তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তা গ্রহণ করেন।

দলীয় সূত্রের খবর, কুরিয়ান আবার সাংগঠনিক দায়িত্বে ফিরতে পারেন। তিনি কেবলে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আশ্রয়ও প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁকে জাতীয় স্তরে নাকি রাজ্য সংগঠনে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও বিজেপি স্পষ্ট কিছু জানায়নি।

১৯৮০ সালে বিজেপি গঠনের সময় থেকেই দলের সঙ্গে যুক্ত কুরিয়ানকে ২০২৪ সালের জুন মাসে নরেন্দ্র মোদি-র তৃতীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রণা, পশুপালন ও দুগ্ধ উন্নয়ন এবং সংখ্যালঘু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। তাঁর মন্ত্রিসভায় অস্থায়ীকি অনেকেই বিশ্বাস করত, কারণ তখন তিনি সংসদের কোনও ক্ষেত্রেই সদস্য ছিলেন না। পরে ২০২৪ সালের আগস্টে মধ্যপ্রদেশ থেকে তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত করা হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাঙ্গিনী সিঙ্ঘিয়া লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজ্যসভা থেকে পদত্যাগ করায় আসনটি শূন্য হয়েছিল।

বিজেপি তাঁর রাজ্যসভার মেয়াদ না বাড়ানোয় কুরিয়ান কেবলের চতুর্থ বিজেপি নেতা হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিদায়

নিলেন, যিনি দ্বিতীয়বার সুযোগ পাননি। এর আগে বিজেপি একই কৌশল অনুসরণ করে কেবলের নেতাদের রাজ্যসভার মাধ্যমে সংসদে এনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় জায়গা দিয়েছিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও রাজাগোপাল, কে. জে. আলফন এবং বি. মুরলীধরন-ও রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার পর মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা কুরিয়ান বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কোর কমিটির সদস্য হওয়ার পর মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।

সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করা কুরিয়ান বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি, জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, কোর কমিটির সদস্য হওয়ার পর মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন।

তবে কেবলে তাঁর নির্বাচনী সাফল্য অধরাই থেকে যায়। সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে কাঞ্জিরাপল্লি আসনসহ একাধিকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তিনি জয় পাননি।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কেবল থেকে বিজেপির একমাত্র প্রতিনিধি লে - লন অভিনেতা-থেকে-রাজনীতিক সুরেশ গোপী, যিনি ত্রিশুর লোকসভা কেন্দ্রে থেকে ঐতিহাসিক জয় অর্জন করেছিলেন।

এখন রাজনৈতিক মহলের নজর বিজেপির কেবল থেকে মনোনীত রাজ্যসভার সদস্য সি. সদানন্দন মাস্টার-এর দিকে।

ওক্রে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে, নাকি মোদি মন্ত্রিসভায় কেবল থেকে প্রতিনিধিত্ব এক সদস্যই সীমাবদ্ধ থাকবে, সেটাও এখন বড় প্রশ্ন।

# এইমস, নিউ দিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত মৌ অনুযায়ী অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট পর্যালোচনা

আগরতলা, ২৩ জুন: এইমস, নিউ দিল্লি এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর প্রেক্ষিতে যে অগ্রগতি হয়েছে এ বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিওরের নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দপ্তরের ডুমিকার কথা এইমস এর বিশেষজ্ঞ দল উল্লেখ করলেন। মৌ অনুযায়ী রাজ্য সরকারের তরফে নির্ধারিত পদক্ষেপ সমূহগুলির মধ্যে বেশিরভাগই রাজ্য সরকার দ্রুতগতিতে বাস্তবায়ন করেছে। এইমস, নিউদিল্লির সহযোগিতায় ত্রিপুরা সরকার স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উন্নতির জন্য যে প্রয়াস নিয়েছে, তার বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনার লক্ষ্যে আজ (২৩ জুন, ২০২৬) মহাকরণে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আলোচনা হয়েছে আজকের এই পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিও, স্বাস্থ্য অধিকারের অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকারের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) অভিজিৎ দত্ত, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী, এইমস, নিউ দিল্লির প্রাক্তন অধিকর্তা, বর্তমানে নীতি আয়োগের সদস্য প্রফেসর (ডাঃ) এম শ্রীনিবাস এবং প্রফেসর (ডাঃ) আগরওয়াল। বিশেষজ্ঞ দল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের তুড়ীয়া প্রশংসা করেন। টেলিমেডিসিনের কনফারেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থা, বহিরাঙ্গী রোগীদের রেফার এর সংখ্যা কমিয়ে আনা সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন তারা। পাশাপাশি রয়েছে শিশু মৃত্যুর হার এক অংকে নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ তারা দিয়েছেন।

রাজ্য বর্তমানে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২, জাতীয় স্তরে এই হার হল ২৪। এই হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে আগামী মাসে জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তার কার্যালয়ে রাজ্য স্তরের হাসপাতাল, জেলা স্তরের হাসপাতালের

প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত চিকিৎসকদের নিয়ে প্রফেসর (ডাঃ) এম শ্রীনিবাস এবং নয়াদিল্লিতে এইমস-র চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে আলোচনাক্রমে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। ত্রিপুরা মেডিক্যাল এডুকেশনের অধীনে প্রশাসনসহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা আকর্ষণীয় করার উপরও পরামর্শ প্রদান করেন বিশেষজ্ঞদল। প্রসঙ্গত গত ২৮ জানুয়ারি, ২০২৬ মুখ্যমন্ত্রীর ওয়ার রুমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ১৭ অক্টোবর ২০২৫ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মৌ)-এর পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ সংক্রান্ত অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট নিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এবং এইমস, নিউ দিল্লির ডাইরেক্টর প্রফেসর (ডাঃ) এম. শ্রীনিবাস এবং উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে পর্যালোচনা করেন। মৌ অনুসারে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কক্ষবাহিনী গঠন, আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আইটি-সক্ষম ব্যবস্থার উন্নয়নসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সংস্কার প্রক্রিয়াধীন ও আর্থিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মচারী নিয়োগ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিকার ও ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে ফ্যাকালটি ডেভেলপমেন্ট, প্রশিক্ষণ ও স্কিল আপগ্রেডেশনের জন্য এইমস-এর সঙ্গে সমঝোতা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা শিক্ষা ও একাডেমিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন বিতরণ চালু, স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্স, সার্ভিস রুল সংশোধন এবং এইমস-এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। হাসপাতাল পরিষেবা ও পরিচালনা উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলকির পরিষেবা, আইসিইউ সম্প্রসারণ, এটি কার্যকরিকরণ, পিপিপি মডেলে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন এবং সাপ্লাই চেইন ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ চালু রয়েছে। রোগী সন্তুষ্টি ও ডিজিটাল উদ্যোগের ক্ষেত্রে ‘মেহা হাসপাতাল’ নামক বিদ্যমান রয়েছে এবং এইমসের ‘সফ্ট’ আপ গ্রহণের বিষয়ে সমঝোতা করা হয়েছে। যাতে রোগীর মতামত সংগ্রহ ও পরিষেবার গুণগত মান আরও উন্নত করা যায়।

# ভবানীপুর ভোটের ফল চ্যালেঞ্জ: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলায় সব পক্ষকে হলফনামা জমার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৩ জুন (আইএএনএস) : দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলায় সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার আদালতের সিদ্ধল বেঞ্চার বিচারপতি গৌরীদাস কাশ্য এই নির্দেশ দেন। মামলাটি দায়ের করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ভবানীপুর কেন্দ্রের নির্বাচনী ফলাফলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-র কাছে ১৫ হাজারেরও

বেশি ভোটে পরাজিত হন। এই মাসের শুরুতে বিচারপতি গৌরীদাস কাশ্যের বেঞ্চে নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ করে আবেদন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক শুনানির পর বিচারপতি কাশ্য পর্যবেক্ষণ করেন যে, আবেদনটি অনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর বিধান মেনে দাখিল করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে আদালত সন্তুষ্ট।

ফলে মামলাটি গ্রহণ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে বিচারপতি শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত হবে। আদালত আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত হয়েছে ১২ সপ্তাহ পরে।

এছাড়াও বিচারপতি কাশ্য ভবানীপুর কেন্দ্রের গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ সরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে ওই কেন্দ্রের সমস্ত বুথে ব্যবহৃত ইভিবিএম এবং ভিডিও রেকর্ডিং সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুনানির শুরুতে বিচারপতি কাশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী ও তৃণমূল কংগ্রেসের চারবারের লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে প্রশ্ন করেন, তাঁর দাদা বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র হওয়ায় বিচারপতি কাশ্যের এই মামলার শুনানি নিয়ে কোনও আপত্তি রয়েছে কি না। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, তাঁর কোনও আপত্তি নেই। এরপরই মামলার শুনানি এগিয়ে নিয়ে যান

বিচারপতি কাশ্য। উল্লেখযোগ্যভাবে, সদ্য সমাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের অধিকাংশই আদালতে নির্বাচনী ফল চ্যালেঞ্জ করেননি। দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনি লড়াইয়ের আহ্বান সত্ত্বেও তারা জনমতকে মেনে নিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে।

উপলব্ধ তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনে পরাজিত ২১১ জন তৃণমূল প্রার্থীর মধ্যে ২০৩ জন, অর্থাৎ প্রায় ৯৬.৩০ শতাংশ, এখনও পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে কোনও নির্বাচনী আবেদন দায়ের করেননি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবেদন-সহ এখনও পর্যন্ত মোট আটটি নির্বাচনী মামলা দায়ের হয়েছে।

# বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত ও উগ্রপন্থা দমনের আহ্বান ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (আইএএনএস) : বাংলাদেশে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ও প্রতিকৃতি অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং উগ্রপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারত।

মঙ্গলবার সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, বাংলাদেশে হিন্দু দেবদেবী এবং তাঁদের প্রতিকৃতি অবমাননার ঘটনায় বিক্ষোভের খবর আমরা দেখেছি। আমরা আশা করি বাংলাদেশ সরকার সেখানে উগ্রপন্থী শক্তিকে

নিয়ন্ত্রণে আনবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভগবান রাম-এর বিষ্ণুর সর্বোচ্চ মূর্তি নির্মাণের বিরোধিতায় গাইবান্ধা জেলা-এ একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির সময় উগ্র ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে রামের প্রতিকৃতি অবমাননার অভিযোগে গুটী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

প্রস্তাবিত মূর্তি নির্মাণের কাজ আপাতত স্থগিত থাকলেও গত সপ্তাহে হাজার হাজার হিন্দু রাজধানী ঢাকা-র রাস্তায় মশাল মিছিল করেন। বিক্ষোভকারীরা

“জয় শ্রী রাম” স্লোগান দেন এবং অভিজুতদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানান।

বাংলাদেশি সংবাদপত্র রিটজ-এর সম্পাদক সালাহ উদ্দিন শোয়েব চৌধুরী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এম-এ দাবি করেন যে, গাইবান্ধার সনাতন কমপ্লেক্স ও ভগবান রামের প্রতিকৃতি অবমাননার প্রতিবাদে হাজার হাজার হিন্দু রাস্তায় নেমেছেন এবং এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার যোগাযোগ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কয়েক দিন আগেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ ও কালী মন্দির

প্রাঙ্গণে ভগবান রামের মূর্তি নির্মাণের কাজ স্থগিত করার নির্দেশ দেয় বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

মন্দিরের উপদেষ্টা শ্যামল কুমার মহন্ত গত ১১ জুন এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

মূর্তি নির্মাণ স্থগিতের সিদ্ধান্ত ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সামালোচকদের একাংশের দাবি, প্রকল্পটির বিরোধিতাকারী ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলির চাপের মুখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিম কোনও অবস্থান জানানো হয়নি।

# স্বাস্থ্য সচিবের পরিদর্শনকালে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের সার্বিক উন্নয়নে একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। আজ স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিও এই ক্যান্সার হাসপাতালটি পরিদর্শন করেন। সরেজমিনে যাবতীয় পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালে অচিরেই বোনামারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিও। হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থানো অব্যাহত রাখতে তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। ক্যান্সার হাসপাতালের উপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে টিনাটি ডে কেয়ার সেন্টারে অক্সেলিজিস্টদের সেটাকারের পরিদর্শন নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেন তিনি। উল্লেখ্য ধলাই, গোমতী ও উত্তর জেলাতে টিনাটি ডে কেয়ার সেটাকার রয়েছে। ডে-কেয়ার পরিষেবার জন্য প্রচুর মানব কাপার হাসপাতালে আসেন। লক্ষ্য হলো রোগীরা যাতে নিজ নিজ জেলাতেই এই পরিষেবা লাভ করতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে একবার অক্সেলিজিস্টরা সঙ্কল্পিত ডে-কেয়ার সেটাকারগুলিতে যাবেন এবং সেখানকার চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেবেন ফলে রোগীদের জেলা থেকে ওরাল কেমোথেরাপি প্যালাটিয়েভ কেয়ার সহ বিভিন্ন পরিষেবা নিতে আগরতলা ছুটে আসতে হবে না। এর ফলে রোগীদের যেমন পরিষেবা পেতে সুবিধা হবে তেমনি ক্যান্সার হাসপাতালের উপর চাপ কমবে। ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে অক্সেলিপাতারের জন্য বর্তমানে কোনও রোগীকে রেফার করতে হচ্ছে না। আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্রের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, বর্তমানে এই হাসপাতালে যে সমস্ত সরঞ্জাম রয়েছে সেগুলির নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং এই হাসপাতালের মাধ্যমে জেলাগুলিতে ডে কেয়ার সেটাকার

নিয়মিত সচল রাখা গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে স্বাস্থ্য সচিব জানান, ক্যান্সার হাসপাতালে চিকিৎসার অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। উন্নয়নের ল্যাব রয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন বোনামারো ওয়ার্ডটি যেন দ্রুত চালু করা হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের যে ধরনের কারিগরি সহায়তা প্রয়োজন, তার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি জানান, অমুক্ত স্বদেশিগে সব ধরনের ওষুধই উপলব্ধ থাকে, আর যা উপলব্ধ থাকে না, তা খুব কম সময়ের মধ্যে নিয়ে আসা হবে। তিনি বলেন, এই হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে পাশাপাশি তিনি জানান, জিবিপি হাসপাতালের সামনে একটি নাইট শেডার তৈরি হয়েছে। এখানে অনেক রোগী আছেন যাদের পরিবারের লোকদের থাকার সমস্যা হয়। নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে সেই নাইট শেডারটি যত দ্রুত সম্ভব চালু করা হোক করা হবে। স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিও জানান যে অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের পরিচালনামে সেশ ভানো এবং কাজে খুব সুন্দরভাবে চলছে। ক্যান্সার হাসপাতালের জন্য যে ধরনের সহযোগিতাই প্রয়োজন হোক না কেন, তা রোগী কল্যাণ সমিতি, রাজ্য সরকার এবং এনএইচএম এই তিনে জায়গা থেকেই সাহায্য করা হবে বলে স্বাস্থ্য সচিব জানান স্বাস্থ্য সচিবের পরিদর্শনকালে ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরার মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ দেবশ্রী দেববর্মা, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শিরোমনি দেববর্মা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব ডাঃ সৌভিক দেববর্মা ও ন্যাশনাল হেলথ মিশন ত্রিপুরার স্টেট প্রোগ্রাম অফিসার ডাঃ সারায়উতি রিয়াং প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

# সবুজ সামুদ্রিক উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে ভিওসি বন্দর: সর্বানন্দ সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (আইএএনএস): টেকসই সামুদ্রিক উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে দেশের অন্যতম ‘সবুজ বন্দর’-এর মডেল হিসেবে উঠে এসেছে ভিওসি। চিদাম্বরনার বন্দর কর্তৃপক্ষ (ভিওসিপিএ)। মঙ্গলবার এমনই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ পরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

বন্দরের প্রথম ‘সাসটেইনেবিলিটি রিপোর্ট’-এর তথ্য তুলে ধরে সোনোয়াল জানান, বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে বন্দরের মোট শক্তি ব্যবহারের প্রায় ৯৪ শতাংশের সমপরিমাণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। একইসঙ্গে নেট কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৪৫ শতাংশ কমানো

হয়েছে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত চার বছরে প্রতি টন পণ্য পরিবহনে কার্বন নিঃসরণের মাত্রাও প্রায় অর্ধেক কমে এসেছে। ফলে ভারতের সবুজ সামুদ্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে ভিওসি বন্দর অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সোনোয়াল বলেন, “পরিচালনামে উন্নয়ন যখন টেকসই উন্নয়ন, উদ্ভাবন এবং জনকল্যাণকে কেন্দ্র করে এগোয়, যখন কী ধরনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব, তার উজ্জ্বল উদাহরণ ভিওসি বন্দর।

নেট কার্বন নিঃসরণ ৪৫ শতাংশ কমানো ভারতের পরিবেশবান্ধব ও দায়িত্বশীল সামুদ্রিক উন্নয়নের পথে একটি বন্দরের মোট শক্তি ব্যবহারের প্রায় ৯৪ শতাংশের সমপরিমাণ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। একইসঙ্গে নেট কার্বন নিঃসরণ প্রায় ৪৫ শতাংশ কমানো

গড়ে তোলার ভাবনারই প্রতিফলন। পাশাপাশি মানুষ, প্রযুক্তি এবং পরিবেশের বিনিয়োগের গুরুত্বও এতে প্রতিফলিত হয়েছে।

এদিন ভিওসি বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গতি শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-এর একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। গবেষণা, উদ্ভাবন, লজিস্টিক্স শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং টেকসই বন্দর পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই চুক্তি।

এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ‘মেরিটাইম লজিস্টিক্স অ্যান্ড হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি। ভিওসি বন্দরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পরিদর্শন রয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষাজগতের মধ্যে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা

অনুষ্ঠানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, ভিওসি বন্দর-এর ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের পাইক্রম শুরু হওয়া।

এদিন ভিওসি বন্দর বিদ্যালয়টি পোর্ট স্কুল ক্যাম্পাস থেকে পরিচালিত হবে।

এই বিদ্যালয়ে বন্দর কর্মী, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের শিশুদের জন্য সিবিএসই-ভিত্তিক মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা হবে।

সোনোয়াল বলেন, “গুণগত শিক্ষা সামাজিক পরিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ারগুলির মধ্যে একটি। ভিওসি বন্দরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পরিদর্শন রয়েছে। একইসঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষাজগতের মধ্যে নতুন সহযোগিতার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা

# ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার পথে দ্রুত অগ্রগতি: মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর

নয়াদিল্লি, ২৩ জুন (আইএএনএস): ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (বিটিএ) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এই চুক্তি দুই দেশের জন্য নতুন অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের আরও গভীর করবে বলে জানিয়েছেন শক্তিশালী করবে।

ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনার এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রায়ের এই সফল অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সুত্রের খবর, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযুষ গায়েলের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে

অংশ নেবেন। উভয় দেশই চুক্তির প্রথম পর্যায়ের কাঠামো উপস্থিত করার লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে।

সোমবার ও সার্জিও গর জানিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রায়ের এবং পীযুষ গায়েলের মধ্যে একাধিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে দুই দেশের প্রধান আলোচকদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে, যা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গায়েল

ইতিমধ্যেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, ভারত ও আমেরিকা বিভিন্ন অসীমাবসিত বিষয়ের সমাধানের দিকে এগিয়েছে এবং সোমবার ও সার্জিও গর জানিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত চুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রায়ের এবং পীযুষ গায়েলের মধ্যে একাধিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

এর আগে চলতি মাসের শুরুতে দুই দেশের প্রধান আলোচকদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে, যা ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির পথ প্রশস্ত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গায়েল

# হরেকেরকম হরেকেরকম হরেকেরকম

## দুর্ঘটনার পর কাছের মানুষদের করণীয়

যেকোনো দুর্ঘটনার পর ভুক্তভোগীরা ভয়, আতঙ্ক, অপরাধবোধ, কষ্ট, রাগ, হতাশা, অসহায়ত্বসহ নানা রকম অনুভূতির মধ্য দিয়ে যান। এ সময় কাছের মানুষদের (পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব) কাছ থেকে মানসিক সহায়তা খুব প্রয়োজন হয়। অলংকরণ: আরাফাত করিম

যেকোনো দুর্ঘটনার পর ভুক্তভোগীরা ভয়, আতঙ্ক, অপরাধবোধ, কষ্ট, রাগ, হতাশা, অসহায়ত্বসহ নানা রকম অনুভূতির মধ্য দিয়ে যান। এ সময় কাছের মানুষদের (পরিবারের সদস্য, সহকর্মী, বন্ধুবান্ধব) কাছ থেকে মানসিক সহায়তা খুব প্রয়োজন হয়। মানসিক স্বাস্থ্যের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, উপদেশ, দয়া, করুণা, সহানুভূতিএগুলো চয়ে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট কমাতে সমানুভূতি বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সমানুভূতি হলো আরেকজনের আবেগ-অনুভূতি ও চাওয়াগুলোকে বুঝে সাধারণ মধ্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো। কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজের অজান্তেই কষ্টে থাকা ব্যক্তিকে সমানুভূতির পরিবর্তে উপদেশ দিয়ে ফেলি, পরিস্থিতি বা তার কষ্টকে তুচ্ছ করি অথবা তাকে দোষারোপ করি, যা সেই ব্যক্তির মানসিক যন্ত্রণাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তিকে মানসিক সহায়তা দিতে আমরা কী করব এবং কী করা থেকে বিরত থাকব, তা জেনে নেওয়া যাক।

যা করবেন-  
 মানসিক ও আত্মিকতা দিয়ে শুনুন সাধারণত বিপদ কেটে যাওয়ার পরও আক্রান্ত ব্যক্তি যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছেন, তা তাঁর আধার ভেতরে ঘুরতে থাকে এবং তেতরে—তেতরে দমবন্ধ বোধ করেন। এ সময় এমন একজন শ্রোতা প্রয়োজন হয়, যিনি আত্মিকভাবে গুনবেন।

অন্যের বিপদে বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাইলে সবার আগে সেই

বিশ্বস্ত ও আত্মিক শ্রোতা হওয়া জরুরি। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ব্যক্তি কিছু বলতে চাইলে বলার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে কথার মাঝে ‘আমি আছি’, ‘আমি মনোযোগ দিয়ে গুনছি’ বলে আশ্বস্ত করুন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্বস্ত কারও সঙ্গে কথা বললে মানুষ হালকা বোধ করেন এবং সমাধানের জন্য মস্তিষ্ক প্রস্তুত হতে শুরু করেন। অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন- কষ্ট যিনি বহন করেন, তিনিই জানেন এর ভার কেমন। তাঁর কষ্টকে আপনার কাছে হালকা মনে হলেও তুচ্ছতাচ্ছল্য করার সুযোগ নেই। কথার শোনার সময় আপনার দৃষ্টি বা অঙ্গভঙ্গিতে সম্মান ও আত্মিকতা রাখুন। তাঁকে অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দিন। এতে তিনি বুঝবেন, তাঁর আবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্থির হতে সাহায্য করুন- কথা বলার সময় কানকাটি করলে নীরবে তাঁর পাশে থাকুন। আপনার সাধ্য অনুযায়ী তাঁর জন্য নিরাপদ ও শান্ত পরিবেশ তৈরি করুন। ধীরে ধীরে শ্বাস নিতে বলুন (৪ সেকেন্ড শ্বাস নিন, ৪ সেকেন্ড ধরে রাখুন, ৬ সেকেন্ডে ছাড়ুন)। আপনিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস নিন। আশ্বাস দিন, ‘এ মুহূর্তে তুমি নিরাপদ, আমি তোমার পাশে আছি।’ কী প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করুন- মানসিক সহায়তা ছাড়াও অন্যান্য সহায়তা প্রয়োজন আছে কি না, খেয়াল করুন। প্রয়োজনে জিজ্ঞেস করুন। যেমন ‘তুমি কিছু খেয়েছ?’, ‘তুমি চাইলে আমি তোমার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে পারি।’ এতে তিনি ভরসা পান এবং নিজেকে একা মনে করেন না। মানসিক স্বাস্থ্যসহায়তার জন্য উৎসাহিত করুন - তাঁর হতাশা, মানসিক যন্ত্রণা, আত্মহত্যার চিন্তা থাকলে মানসিক স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের ব্যাপারে তথ্য দিন, সেবা গ্রহণের জন্য উৎসাহ ও সাহস দিন। যা করা

থেকে বিরত থাকবেন কথা বলার জন্য পীড়াপীড়ি করা আপনি যাকে সহযোগিতা করতে চাইছেন, তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে আড়ষ্ট বোধ করলে কথা বলার জন্য চাপ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন। হয়তো নিজেকে প্রকাশের জন্য তিনি প্রস্তুত নন, সময় প্রয়োজন। তাই নীরবে তাঁর পাশে থাকুন। ধামিয়ে দেওয়া- অনেক সময় আমরা মনে করি, কষ্টের কথা বললে কষ্ট আরও বাড়ে। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। আমরা আগে প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত ও অভ্যস্ত নই, তাই এমনটা মনে হয়। কেউ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলতে চান, তাহলে তাঁকে ধামিয়ে দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ‘আরে বাদ দাও, এত কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই’, ‘কীদুই কেন, শক্ত হও’এ ধরনের কথা বরং মনোকেষ্ট বাড়ায়। উপদেশের বন্যা বইয়ে দেওয়া- যাকে সহায়তা করতে চাইছেন, তিনি আপনার উপদেশ চাইছেন কি না, খেয়াল করুন। উপদেশ না চাইলে আগ বাড়িয়ে উপদেশ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ‘তোমার আরও সাবধান থাকা উচিত ছিল’, ‘এখান থেকে শিক্ষা নাও যেন ভবিষ্যতে আর ভুল না হয়’এ ধরনের কথা বিরক্তি ও হতাশা বাড়ায়। তুলনা করা- ‘অমকের পরিস্থিতি তো আরও খারাপ ছিল, তবু সামলে নিয়েছে’, ‘আমি হলে এত ভেঙে পড়তাম না’এ ধরনের তুলনা অপ্রয়োজনীয় এবং নিষ্ফল। তুলনা করা থেকে বিরত থাকুন। দোষারোপ করা- আপনি যদি সত্যিই পাশে থাকতে চান, তাহলে ভুক্তভোগীকে তাঁর দুরবস্থার জন্য দায়ী করা থেকে বিরত থাকুন। দোষারোপে মানসিক যন্ত্রণা বাড়ে। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত কাউকে সহায়তা করতে চাইলে চট করে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা নয়; বরং ‘আমি আছি।’এ বাতাই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সহায়তা।

## ‘ডিজিটাল ব্রেন রট’ নিয়ে কী বলছেন মনোবিদরা

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বিছানায় শুয়ে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম রিলাস, এন্ড বা থ্রেডস-এ ‘ডুম্বেক্সট্রোলিং’ করা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। খালি চোখে দেখলে মনে হতে পারে এ আর এমন কী, এতে শুধু রাতের ঘুমটুকুই নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান ও মনোবিদরা বলছেন, ক্ষতিটা তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর। অনবরত এই ডিজিটাল ইনপুট বা স্ক্রিনের রিফ্রেশ বাটন আমাদের মগজকে ভিতর থেকে একেবারে নষ্ট করে দিচ্ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় ‘ব্রেন রট’। সম্প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক জার্নাল PNAS Nexus-এ প্রকাশিত প্রায় ৪০০ জন মানুষের উপর করা একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র ২ সপ্তাহের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট ব্রক বা বন্ধ করে দিলে মানসিক স্বাস্থ্য, একাগ্রতা এবং সার্বিক ভালো থাকার অনুভূতি এতটাই বেড়ে যায়, যা একজন মানুষকে মনের দিক থেকে অন্ততপক্ষে ১০ বছরের তরুণ করে তোলা যেতে পারে। মিনেসোটার ‘সানফোর্ড হেলথ’-এর স্ক্রিনিংক্যাডাফ্রিগ এবং ড্রাগ অ্যাডিকশন বিশেষজ্ঞ মিন্ডি ব্রোডেন এ প্রসঙ্গে বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন। কী ভাবে এই ডিজিটাল জগৎ আমাদের মস্তিষ্কে বিকল করে ছেড়ে এবং তা থেকে বাঁচার উপায়ও বাতলে দিয়েছেন তিনি। অনলাইন স্ক্রিনের অন্তর্গত: মগজের ভিতর কী ঘটে? মস্তির মতো, অনবরত সোশ্যাল মিডিয়া ও ডিজিটাল কনটেন্ট গ্রাস করার ফলে আমাদের মূলত স্ট্রেস, সমাধান দেওয়ার চেষ্টা নয়; বরং ‘আমি আছি।’এ বাতাই তাঁর জন্য সবচেয়ে বড় সহায়তা।

ও আবেগ নিয়ন্ত্রক অংশ ‘প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স’ ২০ বছরের কোঠা পার হওয়ার আগে সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না। তাই শিশুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রায় থাকে না বললেই চলে। এবং তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্ক্রিনে বুদ্ধ হয়ে থাকে। অন্য দিকে বয়স্করা অতীতে অনেক ভালো-মন্দ সময় দেখেছেন, তাই যে কোনও খারাপ খবর বা বিপর্যয় দেখে তাঁরা দ্রুত স্বাভাবিক হতে পারেন। কিন্তু ছোটদের সেই জীবনবোধ বা ‘কোপিং মেকানিজম’ না থাকায় তারা নেতিবাচক কনটেন্ট দেখে দ্রুত ট্রামার শিকার হয়। এই কারণে অভিভাবকদের স্ক্রিন টাইমে রাশ টানা অত্যন্ত জরুরি।

তথ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় ইনফরমেশন ডায়েট: ২৪ ঘণ্টার নিউজ চ্যানেল বা সোশ্যাল মিডিয়ার চটকদার খবরের বদলে কেবল নির্ভরযোগ্য ও নির্দিষ্ট নিউজ সোর্স থেকে দিনে মাত্র ৩০ মিনিট খবর জানুন। সার্কল অফ কন্টেন্টস: কাউন্সেলিংয়ে একটি চমৎকার তত্ত্ব শেখানো হয়। আপনার জীবনের সমস্যাগুলোকে তিনটি বৃত্তে ভাগ করুন। প্রথম বৃত্ত যা আপনার নিয়ন্ত্রণে আছে (আপনার নিজের কাজ, আপনার ঘুম)। দ্বিতীয় বৃত্ত যা আপনি প্রভাবিত করতে পারেন। তৃতীয় বৃত্ত যা উপর আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই। সোশ্যাল মিডিয়ার আমরা যা দেখি, তার ৯০ শতাংশ-ই থাকে এই তৃতীয় বৃত্তে। যা আপনার নিয়ন্ত্রণে নেই, তা নিয়ে ভেবে মগজ নষ্ট করা বন্ধ করুন। ডিজিটাল ফাস্টিং: সপ্তাহে অন্তত একটা নির্দিষ্ট দিন বা দিনে থাকুন। একে বলে ‘ইন্টারমিটেন্ট মিডিয়া ফাস্টিং’। ব্যক্তিগত পরিসর ‘ফোন-মুক্ত’ রাখুন: খাওয়ার টেবিল এবং শোওয়ার বিছানার পাশে ফোন বা ট্যাবলেট রাখবেন না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফোনে হাত দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করুন। অ্যালার্ম ঘড়ি হিসেবে ফোনের বদলে সাধারণ ঘড়ি ব্যবহার করুন।

## ত্বকের গোটা কি ব্রণ সিস্ট নাকি অন্য কিছু

সাধারণত বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণের সমস্যা শুরু হয়। হরমোনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক আছে ব্রণের। জীবপূর সংক্রমণও এর জন্য দায়ী। তবে ২০-২২ বছর বয়সেও ব্রণ হয় অনেকের। এমনকি এই বয়সটা পেরোনের পরও কেউ কেউ ভোগেন এই সমস্যায়। যে বয়সেই ব্রণ হোক না কেন, গোটার সামনে কালচে একটি মুখ দেখা যেতে পারে। হালকা ব্যথাও থাকে।

সিস্ট হয় অনেকেরই যেকোনো বয়সেই ত্বকে সিস্ট হতে পারে। সিস্টের নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই। সিস্ট হলো তরলপূর্ণ একটি থলির মতো অংশ। অর্থাৎ সিস্টে যদি হালকা চাপ দেওয়া হয়, তাহলে বোকা যাবে এটি বেশ নরম।

সিস্টের আকার ধীরে ধীরে বাড়তে পারে; আবার না-ও বাড়তে পারে। সংক্রমণ না হলে কিংবা জীবনযাত্রায় কোনো সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ালে সিস্টের জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। কোনো কোনো সিস্টের সামনে মুখ থাকে। সেখান থেকে সাদাটে ক্রিম—জাতীয় তরল বের হতে পারে। এই তরল কিস্ট পূর্ণ নয়। তাই এ নিয়েও ভয় পাবেন না। যদি সংক্রমণ হয়, কেবল তখনই পূর্ণ হয়। তখন সিস্টের জায়গায় ব্যথা হতে পারে। সেখানে লালচে ভাব দেখা দিতে পারে। ফোড়াও হতে পারে। ত্বকে জীবপূর সংক্রমণ হয়ে ফোড়া হয় অনেকেরই। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ত্বকে ঘাম ও ধূলায়লা জমে যাওয়ার কারণে এমন সমস্যা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে গোটার ভেতর পূঁজ জমা হওয়ার কারণে গুঁড়ি জায়গায় বেশ ব্যথা হয়।

সুই শোচানোর মতো যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা হতে পারে। সেখানে লালচে ভাব দেখা দিতে পারে।

টিউমার—জাতীয় গোটা সিস্টের অল্প কিছু ক্ষেত্রে ত্বক বা ত্বকের নিচে টিউমার—জাতীয় কোনো গোটা সৃষ্টি হতে পারে। এসব অনেকটা শক্ত হয়। চামড়ার ভেতরে এ ধরনের গোটা সাধারণত নাড়তে যায় না। অর্থাৎ গোটাটি ধরে আপনি নাড়াতে চেষ্টা করলেও তা ত্বকের ভেতরে বা ত্বকের নিচে একটি নির্দিষ্ট জায়গাতেই থাকে। এ



দুবার ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে পারে। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। তবে চর্বিজাতীয় কোষ দিয়ে তৈরি টিউমার একই অবস্থায় বহুদিন রয়ে যেতে পারে। এ ধরনের টিউমারকে বলা হয় লাইপোমা। লাইপোমা একেবারেই নিরীহ প্রকৃতির টিউমার। জীবনধারায় কোনো সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ালে এই টিউমার অপসারণ করার প্রয়োজন নেই। যেকোনো গোটা থাকলে করণীয় নারী ও পুরুষ উভয়েরই ত্বকে যেকোনো গোটা হতে পারে। গোটা দেখা দিলে সচেতন হতে হবে সবাইকেই। এটি কেবল সাধারণত কোনো টিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। তবে সংক্রমণ হলে কিংবা খুব বেশি বড় হয়ে গেলে চিকিৎসা প্রয়োজন। সংক্রমণের জন্য চিকিৎসক আপনাকে আন্টিবায়োটিক দিতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, সিস্ট হলে তা দূর করতে কোনো মলম কার্যকর নয়। সিস্ট অপসারণ করতে শল্যচিকিৎসা প্রয়োজন হয়। টিউমার—জাতীয় গোটা সন্দেহ হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে দেরি করবেন না। চিকিৎসক পরামর্শে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে পরবর্তী নির্দেশনা দেবেন। সাদামাটা লাইপোমা হলে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না। তবে অন্য ধরনের টিউমার হলে সৌন্দর্যচর্চায় ইনজেকশন ব্যবহার কি ঠিক

## নাক ফোটানো কোনটা শুভ বাঁ দিক না ডান দিক

ফ্যাশনের ট্রেন্ড কখনও পুরনো হয় না, শুধু রূপ বদলায়। একটা সময় ছিল যখন শাড়ির সঙ্গে ছোট্ট একটি নাকছাবি বা ভারী নখ পরার চল ছিল। এখন আবার ওয়েস্টার্ন পোশাকের সঙ্গে দারুণ মানিয়ে যায় এই গয়না। কিন্তু যখনই নাক ফোটানোর কথা ওঠে, তখনই মাথার মধ্যে একটি বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খায়। বাঁ দিক, না ডান দিক? কোন দিকে নাক ফোটানো সবচেয়ে বেশি উপযোগী? দিদিমা-ঠাকুমা বলে থাকেন, মেয়েদের নাক ফোটানো বাধ্যতামূলক, এতে নাকি সংসারের মঙ্গল হয় এবং স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন দৃঢ় হয়। যদিও এমন কথার সরাসরি উল্লেখ পাশে নেই। তবে নাকছাবি পরার অন্যান্য নানা চমৎকার গুণাগুণ রয়েছে। আসুন, জেনে নেওয়া যাক এই বিষয়ে জ্যোতিষশাস্ত্রিক কী বলছে।

বাঁ দিক না ডান দিক, কোনটা শুভ? অনেকেই শুধুমাত্র শখের বশে বা মুখের গড়ন অনুযায়ী ডান দিকে নাক ফোটান। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী, নাকছাবি পরার জন্য নাকের বাঁ দিকই হল সবচেয়ে শুভ। মনে করা হয়, বাঁ দিকে নাক ফোটানো হলে জীবনের নানা দিক থেকে অদ্ভুতপূর্ণ উন্নতি দেখা যায়। আর্থিক বাধা কেটে যায় এবং জীবনে ইতিবাচক শক্তির সঞ্চার হয়। তবে এর মানে এই নয় যে ডান দিকে নাক ফোটানো অপরাধ। ডান দিকে নাকছাবি পরার ক্ষেত্রে শাস্ত্রে কোনও কড়া বিধিনিষেধের উল্লেখ



পাওয়া যায়নি। তবে শ্রেষ্ঠ ফল পেতে বাঁ দিকই বেছে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। শাস্ত্র মতে, আমাদের নাকের একটি সরাসরি যোগ রয়েছে গুরু গ্রহের সঙ্গে। নাকছাবি পরলে জন্মকুণ্ডলীতে গুরু গ্রহ শক্তিশালী হয় বলে মনে করা হয়। আর গুরু শক্তিশালী হওয়া মানেই জীবনে সুখ, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং প্রেমের জোয়ার আসা। শুধু তাই নয়, জ্যোতিষীদের বিশ্বাস অনুযায়ী, যে নারীর নাকছাবি পরবে, তাঁদের আবেগের উপর চমৎকার নিয়ন্ত্রণ থাকে। এদের আত্মবিশ্বাস হয় চোখে পড়ার মতো। তাঁরা অনেক বেশি ধীর-স্থির হবেন এবং তাঁদের পৈরায়ও হতে অনেক বেশি। প্রাচীন ইতিহাসেও দেখা গিয়েছে, নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে এই গয়নার একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সোনা না রংপা? কোন দাড়া আবেগ সৌভাগ্য

তৈরি নাকছাবিকেই জ্যোতিষীরা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। শাস্ত্রমতে, সোনার তৈরি গয়না পরলে জীবনে সফলতা প্রাপ্তিতে বিশেষ সুবিধা হয় এবং মানুষের সাহসও বৃদ্ধি পায়। আর যদি আপনার পাথর বসানো নাকছাবি পরার শখ থাকে, তবে হিরে, মুক্তো বা সাপা রঙের যে কোনও পাথর বসানো নাকছাবি অনায়াসে বেছে নিতে পারেন। এটি আপনার সৌন্দর্য যেমন বাড়াবে, তেমনই ভাগ্যকেও সুপ্রসন্ন করবে। নজরদোষ থেকে মুক্তি সুন্দর করে সাজার পর অনেকেই ভয় পান, পাছে কারও নজর লেগে যায়। বিশ্বাস করা হয় যে, নাকছাবি নেতিবাচক শক্তি বা নজরদোষ থেকে রক্ষা করতে দারুণ সাহায্য করে। অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে এই ছোট্ট গয়নাটির। তাই, যদি নতুন করে নাক ফোটানোর পরিকল্পনা করে থাকেন, তবে নির্দিষ্ট বাঁ দিকটা বেছে নিতে পারেন। সুন্দর সাজের পাশাপাশি যদি সৌভাগ্যও ফিরে আসে, তবে ক্ষতি কী!

## সৌন্দর্যচর্চায় ইনজেকশন ব্যবহার কি ঠিক

আজকাল চেহারার বলিরেখা দূর করতে বা ত্বককে আকর্ষণীয় করতে বোটক্স ও ডার্মাল ফিলার অনেক ব্যবহৃত হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এগুলো ‘মিনিমাল ইনভেসিভ’ বা ক্ষুদ্র আন্ত্রোপচারের সমতুল্য। যথাযথ সতর্কতা না থাকলে এসব প্রক্রিয়া স্থায়ী ক্ষতির কারণ হতে পারে।

নির্দিষ্ট শারীরিক সমস্যায় বাড়তি বুদ্ধি

শরীরের অন্য কোনো জায়গায় সংক্রমণ বা ইনফেকশন (যেমন: সাইনাস, দাঁতের ব্যথা বা প্রভাবের ইনফেকশন) থাকলে সেই জীবপূর রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ইনজেকশনের স্থানে পৌঁছে পূঁজ বা ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে। বোটক্স ও ফিলারের সম্ভাব্য জটিলতা

বোটক্স: এটি মাংসপেশিকে শিথিল করে। তবে ভুল প্রয়োগে চোখের পাতা খুলে পড়া বা টোসিস, ক্রুর অসমতা, এমনকি মুখ বেঁকে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। অত্যন্ত বিরল ক্ষেত্রে এটি শ্বাসকষ্ট বা খাবার গিলতে অসুবিধাও তৈরি করতে পারে। ডার্মাল ফিলার: ফিলারের বড় বুদ্ধি হলো ‘অস্ট্রালার অক্লেশন’ বা রক্তনালি বন্ধ হওয়া। যদি ফিলার উ পাদান কোনো ধমনিতে ঢুকে যায়, তবে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট অংশের চামড়া পেচে যেতে পারে। চোখের চার পাশের ধমনি আক্রান্ত হলে স্থায়ী অন্ধত্ব পর্যন্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ইনজেকশনের আগে ও পরে করণীয় নিরাপদ ফলাফলের জন্য বিশেষজ্ঞদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ যেনে চলা জরুরি সময়ের ব্যবধান: কোনো টিকা

দেয়, তবে দেরি করা উচিত নয় ১. ইনজেকশনের স্থানে অসহ্য ব্যথা ও চামড়া সাদাটে বা নীলচে হয়ে যাওয়া। ২. হঠাৎ দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া বা ঝাপসা দেখা। ৩. শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া বা সারা শরীরে অ্যালার্জিক দেখা দেওয়া। কসমেটিক ইনজেকশন নেওয়ার জন্য সৌন্দর্যবর্ধনকারীর কাছে না গিয়ে অভিজ্ঞ চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ বা প্রাস্টিক সার্জনের শরণাপন্ন হোন। মনে রাখবেন, সঠিক রোগনির্ণয় ও বিশেষজ্ঞের হাতের স্পর্শই আপনার সৌন্দর্য ও সুস্থতা নিশ্চিত করতে পারে।



লেখক: ডা. আফলাতুন আকতার জাহান, জুনিয়র কনসাল্ট্যান্ট, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগ, স্কয়ার হাসপাতাল লিমেটেড, ঢাকা।





# বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আইওএ-র মান্যতাপত্র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত অলিম্পিক দিবস

## বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আইওএ-র মান্যতাপত্র উন্মোচনের মধ্য দিয়ে উদযাপিত অলিম্পিক দিবস



ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: যথাযথ মর্যাদার সাথে আজ রাজ্যে উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবস। এই উপলক্ষে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে রাজধানী আগরতলায় এক বর্ণাঢ্য মহতী শোভাযাত্রার (র্যালি) আয়োজন করা হয়। এদিন সকাল সাড়ে ছয়টায় রবীন্দ্র শতাব্দিকী ভবনের সামনে থেকে গ্যাস বেদন উড়িয়ে এই শোভাযাত্রার শুভ উদ্বোধন করেন রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মনিক সাহা। আক্রমণের এই বিশেষ দিনটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থা কর্তৃক ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দেওয়া আনুষ্ঠানিক মান্যতাপত্রখানির হস্তান্তর ও উন্মোচন। রবীন্দ্র ভবনের সামনে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মনিক সাহা হাতে হাতে এই

ঐতিহ্যবাহী মান্যতাপত্রখানি তুলে দেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত চেয়ারম্যান রতন সাহা। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সচিব আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাতে তুলে দেন এবং মন্ত্রী মহোদয় তা হস্তান্তর করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাননীয় সচিব সজিত রায়ের হাতে। আজকের এই বর্ণাঢ্য র্যালিতে রাজ্যের ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের চল নামে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মনিক সাহা ছাড়াও এই মিছিলে পা মেলায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায়, বনমন্ত্রী শ্রী অনিমেষ দেববর্ম, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়িকা সীমিতা স্তবরা দেসরকার, ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্যটন সচিব সুভাষ খোঁস এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের

সচিব পিকি. চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আসাম বিধানসভার সদস্য তথা প্রাক্তন সাংসদ ডঃ রাজদীপ রায়, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডাব্লিউ. অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মন্ডু দেবনাথ এবং দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশেষধর নন্দী সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন অনুমোদিত ক্রীড়া সংগঠনের পদাধিকারীগণ। প্রায় ২০০০-এরও বেশি ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের অংশগ্রহণে এই শোভাযাত্রাটি রবীন্দ্র ভবন থেকে শুরু হয়ে উজ্জয়ত প্রাসাদ, তুলসীবর্তী স্কুল, কামান চৌমুহনী, সূর্য চৌমুহনী, পোস্ট অফিস চৌমুহনী, আর.এম.এস চৌমুহনী এবং গুরিয়েট চৌমুহনী পরিভ্রমণ করে পুনরায় রবীন্দ্র ভবনের সামনে এসে শেষ হয়। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক দিবসকে সামনে রেখে ত্রিপুরা

অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের অনুমোদনপ্রাপ্ত বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠনগুলি বিগত ২-৩ দিন ধরে রাজ্যজুড়ে নিজস্ব প্রদর্শনী খেলার আয়োজন করে আসছিল, যার ধারাবাহিকতা বজায় ছিল আজকেও। কর্মসূচি শেষে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সজিত রায় আজকের এই আয়োজনকে সফল করে তোলার জন্য সমস্ত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সাংবাদিকবৃন্দ, আরক্ষা দপ্তর, ট্রাফিক দপ্তর, ক্রীড়া পর্যদ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। আইওএ-র এই নতুন মান্যতাপত্র রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও খেলোয়াড়দের আগামী দিনে আরও উৎসাহিত করবে বলে ক্রীড়া মহল মনে করছে।

## বড়দোয়ালি-কে ৮ উইকেটে হারিয়ে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে আজ এক দাপুটে জয় তুলে নিল নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন। টি আই টি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা বড়দোয়ালি দ্বন্দ্বিত্বপূর্ণ লড়াই করে ৮ উইকেটে হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার সঞ্জয়জিৎ একাই লড়াই চালিয়ে ৬৩ বলে ৫৯ রানের একটি চমৎকার ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন, যার মধ্যে ছিল ৪টি রান। তবে নেতাজির নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে অন্য কোনো ব্যাটার খুব একটা সুবিধা করতে

পারেননি। নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের পক্ষে বল হাতে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স রাখার দাস (৪ ওভারে ১০ রান দিয়ে ২ উইকেট) এবং দ্বিতীয় ব্যাট করে ১৪ রান দিয়ে ১টি উইকেট নেন। ১১২৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা ত্যাগ করতে নেমে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন শুরু থেকেই অপ্রাণী ব্যাটিং করতে থাকে এবং মাত্র ১৬.৫ ওভারেই মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ১২৪

রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয়। দলের জয়ে প্রধান ভূমিকা নেন দীপ দে, যিনি মাত্র ৩৪ বলে ৭টি চারের সাহায্যে খেলেন ঝোড়ো ৪৫ রানের ইনিংস। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন সূর্য দাস, যিনি ৪০ বলে ৩টি চারের সাহায্যে ৩২ রান করে অপরাজিত থাকেন। অলরাউন্ড ও বিধ্বংসী ব্যাটিং পারফরম্যান্সের জন্য ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন দীপ দে। এই দাপুটে জয়ের পর নেতাজি শিবিরের নজর এখন ২৫ জুনের ফাইনাল ট্রফি দিকে।

## পিছিয়ে পড়েও জর্ডানকে হারাল আলজেরিয়া

সান ফ্রান্সিসকোয় মঙ্গলবার 'জে' গ্রুপের ম্যাচে ২-১ গোলে জিতেছে আলজেরিয়া। নিজস্ব আলাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ এক দাপুটে জয় হাঙ্গুলি করল আলজেরিয়া। অজানা কারণে বিপক্ষে হার দিয়ে আসার শুরু করা আলজেরিয়া আক্রমণাত্মক ফুটবলে চেপে ধরে জর্ডানকে। অভিযোজিত অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দারুণ লড়াইয়ের পরও হেরে যাওয়া জর্ডান জোর দেয় রক্ষণ জমাট রাখায় আলজেরিয়ার রক্ষণের ভুলে ৩৬তম মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় জর্ডান। সেটাই কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে নেন আল - বাশদান। দ্বিতীয়ার্ধে আলজেরিয়ার আক্রমণের ধার আরও বাড়ে। তবে রক্ষণ জমাট করে তাদের হতাশা বাড়াই জর্ডান অবশেষে ৬৯তম মিনিটে সমতা ফেরায় আলজেরিয়া। রিয়াদ মাহরেজের কর্নারে হেডে জাল খুঁজে নেন বদলি খেলোয়াড় বেনবুয়ালি। ৮২তম মিনিটে আলগা বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ওয়েবের। জয়ের হাসিতে মাঠ ছাড়ে আলজেরিয়া। পরপর দুটি ম্যাচে দারুণ লড়াই করলেও আগেভাগেই বিধ্বংসী খেলোয়াড় নিশ্চিত হয়ে যায় জর্ডানের দুই ম্যাচের দুটি জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে আলজেরিয়া। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রিয়া। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলজেরিয়া। আগামী রোববার শেষ গ্রুপ ম্যাচে জর্ডানের মুখোমুখি হবে আলজেরিয়া। একই সময়ে আলজেরিয়া লড়াইয়ে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে।

## আশ্বেদকর স্কুলকে নকআউট করে ফাইনালে কবি নজরুল বিদ্যাভবন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ জুন: ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল (বালকদের) টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আজ এক দাপুটে জয় হাঙ্গুলি করল আলজেরিয়া। অজানা কারণে বিপক্ষে হার দিয়ে আসার শুরু করা আলজেরিয়া আক্রমণাত্মক ফুটবলে চেপে ধরে জর্ডানকে। অভিযোজিত অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে দারুণ লড়াইয়ের পরও হেরে যাওয়া জর্ডান জোর দেয় রক্ষণ জমাট রাখায় আলজেরিয়ার রক্ষণের ভুলে ৩৬তম মিনিটে সুযোগ পেয়ে যায় জর্ডান। সেটাই কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে নেন আল - বাশদান। দ্বিতীয়ার্ধে আলজেরিয়ার আক্রমণের ধার আরও বাড়ে। তবে রক্ষণ জমাট করে তাদের হতাশা বাড়াই জর্ডান অবশেষে ৬৯তম মিনিটে সমতা ফেরায় আলজেরিয়া। রিয়াদ মাহরেজের কর্নারে হেডে জাল খুঁজে নেন বদলি খেলোয়াড় বেনবুয়ালি। ৮২তম মিনিটে আলগা বল পেয়ে জাল খুঁজে নেন ওয়েবের। জয়ের হাসিতে মাঠ ছাড়ে আলজেরিয়া। পরপর দুটি ম্যাচে দারুণ লড়াই করলেও আগেভাগেই বিধ্বংসী খেলোয়াড় নিশ্চিত হয়ে যায় জর্ডানের দুই ম্যাচের দুটি জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে আছে আলজেরিয়া। ৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে অস্ট্রিয়া। সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে আলজেরিয়া। আগামী রোববার শেষ গ্রুপ ম্যাচে জর্ডানের মুখোমুখি হবে আলজেরিয়া। একই সময়ে আলজেরিয়া লড়াইয়ে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে।

৩ ওভারে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রানের একটি বড় স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ওপেনার মৈনাক সাহা ৬৯ বলে ৭টি চারের সাহায্যে ৬৮ রানের একটি দুর্দান্ত ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অজিত সাহার বিধ্বংসী ব্যাটিং; তিনি মাত্র ৩৯ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে এক ঝড়ো ৫৮ রান উপহার দেন। আশ্বেদকর স্কুলের বোলাররা দাঁড়াতেই পারেনি। দলের পক্ষে অপজিত সাহা (৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ২ উইকেট), সাগর সূত্রধর (৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ২৪ রান দিয়ে ২ উইকেট) এবং সৈন্যেশ্বর বোলিং করেন। ব্যাট হাতে অন্যতম অর্ধশতরান করার সুবাদে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন অজিত সাহা।

২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৫৯ রানের একটি বড় স্কোর খাড়া করে। দলের পক্ষে ওপেনার মৈনাক সাহা ৬৯ বলে ৭টি চারের সাহায্যে ৬৮ রানের একটি দুর্দান্ত ও দায়িত্বশীল ইনিংস খেলেন। তবে ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ ছিল অজিত সাহার বিধ্বংসী ব্যাটিং; তিনি মাত্র ৩৯ বলে ৪টি চার ও ৩টি ছক্কার সাহায্যে এক ঝড়ো ৫৮ রান উপহার দেন। আশ্বেদকর স্কুলের বোলাররা দাঁড়াতেই পারেনি। দলের পক্ষে অপজিত সাহা (৪ ওভারে ১৮ রান দিয়ে ২ উইকেট), সাগর সূত্রধর (৪ ওভারে ১ মেডেনসহ ২৪ রান দিয়ে ২ উইকেট) এবং সৈন্যেশ্বর বোলিং করেন। ব্যাট হাতে অন্যতম অর্ধশতরান করার সুবাদে ম্যাচের সেরা (প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ) নির্বাচিত হন অজিত সাহা।

## সিনিয়র মহিলা টি-২০ ক্রিকেট জয়ে সূচনা এগিয়ে চল, মৌচাকের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। সিনিয়র মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট শুরু হয়েছে। জয় দিয়ে দারুন সূচনা এগিয়ে চল সংঘ ও মৌচাক ক্লাবের। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আজ মঙ্গলবার দুই ম্যাচে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ও মৌচাক ক্লাব। এছাড়া পারমিতা ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চল সংঘ নির্ধারিত ৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে

মেধা সরকারের ৬১ রান, মৌচাকি দে-র ৫৬ রান এবং মামন রবিপাসের ৩০ রান উল্লেখযোগ্য। ইউনাইটেড বিএসটি পাল্টা ব্যাট করতে নেমে চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতার কবলে পড়ে। মাত্র ৩৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এগিয়ে চল সংঘের অপরূপ দাস সাত উইকেটের বিনিময়ে একটি চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে নেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পায়। এছাড়া পারমিতা চক্রবর্তী পেয়েছিল দুটি উইকেট ৫ রানের বিনিময়ে। বেলা একটায় একই ম্যাচে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় মৌচাক ক্লাব আট উইকেটের বড় ব্যবধানে

ক্রিকেট অনুরাগীকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ক্রিকেট অনুরাগী সীমিত কুড়ি ওভারে ১ উইকেটে ৯৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে হাশেতা দাস সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। এছাড়া অনুভা পালের ৩৮ রান উল্লেখ করার মতো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে মৌচাক ক্লাব ১২ ওভার ৪ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের পক্ষে প্রিয়ান্বিতা আচার্য সর্বাধিক ৩০ রান পায়। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে বিজিত ক্রিকেট অপর খেলায় মৌচাক ক্লাব আট উইকেটের বড় ব্যবধানে

## সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু ব্লাডমাউথ, তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। জয় দিয়ে দারুন শুরু ব্লাড মাউথ ক্লাবের। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট আজ মঙ্গলবার দুই ম্যাচে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকাল সাড়ে আটটায় অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চল সংঘ ও মৌচাক ক্লাব। এছাড়া পারমিতা ইউনাইটেড বিএসটি-কে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চল সংঘ নির্ধারিত ৩ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে ১৮৮ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে

দলের পক্ষে অনামিকা দাসের ৪৭ রান উল্লেখযোগ্য। কর্নেল কোচিং সেন্টার পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৫৯ সংগ্রহ করতেই সীমিত ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। ব্লাড মাউথের একেধা দাস পাঁচ রানে দুটি উইকেট তুলে নেয় এবং প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পায়। বেলা একটায় একই ম্যাচে অনুষ্ঠিত অপর খেলায় তরুণ সংঘ ৩৬ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতে প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছে। প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চল সংঘ সীমিত কুড়ি ওভারে

৭ উইকেটে ১৬৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সুস্মিতা তেলী সর্বাধিক ২৫ রান পায়। এছাড়া রম্যসা সিরের ২৩ রান উল্লেখ করার মতো। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জিবি প্লে সেন্টারের শ্রীরাপা দেব ২০ রানে ৪টি উইকেট তুলে নিলে ব্যাটসর্গার তার মর্যাদা দিতে পারেনি। তরুণ সংঘের রূপা পেয়েছে দুটি উইকেট ৩ উইকেটের বিনিময়ে। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রম্যসা প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

## মেসির পাঁচে পাঁচ! জোড়া গোলে আর্জেন্টিনাকে নকআউটে তুলে দিলেন লিয়ো

আর্জেন্টিনা -২ (মেসি ২) অস্ট্রিয়া - ০ জোড়া গোলে আবার নায়ক লিয়োনেল মেসি। দিক ৪০ বছর আগে এই ২২ জুন দিনটিকে দিয়ে গেলো মারাদোনা। ফুটবল ইতিহাসের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন 'হ্যাভ অফ গড' গোল করে। একই দিনে মেসি রচনা করলেন অন্য এক কীর্তি। অস্ট্রিয়া ম্যাচেই বিশ্বকাপের নকআউট নিশ্চিত করে নিতে চেষ্টাছিলেন লিয়োনেল মেসি। যে কোনও পেশাদার স্কোচ তাই চাইবেন। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী কোচও ব্যতিক্রম নন। প্রেমবার জনতার অশ্রু মাথাব্যথা ছিল না। ফুটবলপ্রেমীর নজরে ছিলেন মেসি। অপেক্ষায় ছিলেন মেসির বিশ্বকর্ষক। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলদাতা হওয়ার জন্য একটি গোল দরকার ছিল লিয়ো। সহজতম সুযোগ এসে গিয়েছিল ৯ মিনিটে। বঙ্গের মধ্যে লাউতারা মার্তিনজেকে

একসঙ্গে ট্যাকল করেন অস্ট্রিয়ার দুই ফুটবলার। ভার-এর সাহায্য নিয়ে পেনাল্টি দেন রেফারি। পিছন থেকে ট্যাকল করতেই সম্ভবত পেনাল্টি দেন তিনি। যদিও এই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফুটবল বিশেষজ্ঞদের একাংশ সন্দেহ নন। তবে নজর ছিল মেসির দিকে। আর্জেন্টিনার অধিনায়কই পেনাল্টি মারতে এগিয়ে যান। গোট্টা স্টেডিয়াম তখন বিস্ফোরণের পারলক্ষ্য। কিন্তু গোল করতে পারলেন না মেসি। ডান পোস্টে শট মারেন। কিন্তু শটে ভেদ হতে পারেনি। আটকে দিলেন অস্ট্রিয়ার গোলরক্ষক আলেকজান্ডার স্কোটার। মেসি কি সহজ ভাবে নিয়েছিলেন পেনাল্টি গোল? সেটা নিয়ে সন্দেহ নন। এ বার স্কোটারকে প্রায় একা পেয়েও তাঁর গায়ে মারেন। মেসি-স্কোটার যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। ততক্ষণে চাপ বাড়াতে শুরু করে দিয়েছিল অস্ট্রিয়াও। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে গঠে ম্যাচ। যদিও আর্জেন্টিনার বঙ্গ তেমন বিপজ্জনক পরিষ্টিতৈর করতে পারেননি অস্ট্রিয়ার ফুটবলারেরা।

দাপট অশ্রু আর্জেন্টিনারই বেশি ছিল। স্কালোনির দল নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি পাস খেলেছে। পরিচালনার ছাপ ছিল প্রতিটি আক্রমণে। মাহেজুদুল আল ও ৩৮ মিনিটে। গোল করলেন মেসি। এ বাস্তবের বিশ্বকাপে চতুর্থ। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপে ১৭তম গোল এল মেসির। প্রতি আক্রমণে আলমাজ বল নিয়ে ফাইনাল খেলেও চুকে যান। তিনি বাঁ দিকের মার্কোকে বল নেন। তিনি বঙ্গের মাঝখানে ক্রস করেন। মেসি বল পেয়ে দুর্দান্ত শটে গোল করলেন। ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ছাপিয়ে গেলেন জার্মানির মিরোয়াভ ক্লোজেকে পিছিয়ে পড়ার পর সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে চাপ বাড়াতে শুরু করে অস্ট্রিয়া। আক্রমণ-প্রতি আক্রমণে জমে গঠে ম্যাচ। দাপট বেশি ছিল আর্জেন্টিনার। এই সময় ম্যাচের মেজাজ চড়তে শুরু করে। বাড়াতে থাকে ফাইলের সংখ্যা। ছোট ছোট আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের জয়গা দিচ্ছিলেন না অস্ট্রিয়ার ডিফেন্ডাররা। জল আক্রমণ তৈরি করেও বঙ্গের লক্ষ্যেই হারিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের জয় আর্জেন্টিনাকে খেলায় আরও বৈচিত্র্য আনতে হবে। না হলে বড় দলের বিরুদ্ধে সমস্যা হতে পারে। কাটিয়ে উঠতে হবে মেসি নির্ভরতাও।

## আবার জোড়া গোল এমবাপের, ক্লোজেকে ছুঁয়ে নকআউটে তুললেন ফ্রান্সকে, সামনে শুধু মেসি, ৪ ঘণ্টা ধরে চলল ম্যাচ

লিয়োনেল মেসিকে তাড়া করছেন কিংলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার ভারতীয় সময় রাতে মিরোয়াভ ক্লোজেকে টপকে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলের মালিক হয়েছেন মেসি। কয়েক ঘণ্টা পর ক্লোজেকে ছুঁয়ে ফেললেন এমবাপে। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বাধিক গোল করে ফেললেন ১৬ গোল। ছাপিয়ে গেলেন ব্রাজিলের রোনাল্ডোকে। প্রত্যাহা মতোই ইরাককে ৩-০ গোলে হারাল ফ্রান্স। আরও এক বার জোড়া গোল করলেন এমবাপে। কিন্তু সর্বাধিক গোল হারানোর পর ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। যদি তার মধ্যে বজ্রপাত না হয় তো খেলা শুরু হবে। যদি একবারও বজ্রপাত হয় তা হলে আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়মের জন্যই দেহঘটনার ম্যাচ দ্যাচার চার ঘণ্টায়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম ম্যাচ। ফ্রান্সের আগে ও পরে দু'বার বড় তুললেন এমবাপেও। ১৪ মিনিটের মাথায় বঙ্গের বাইরে যায়, স্টেডিয়ামের কাছাকাছি বড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামেও তা শুরু হয়।

দর্শকগণ গ্যালারির ভিতরের দিকে আঁশ্রয় নেন। প্রবল বৃষ্টি দেখে এক এক সময় মনে হচ্ছিল, আদৌ খেলা শুরু করা যাবে তো। আমেরিকায় এই দৃশ্য মাঝেমাঝেই দেখা যায়। ফলে সেখানকার ফুটবল স্টেডিয়ামের নিকাশি ব্যবস্থা সে ভাবেই করা। বৃষ্টি ধামলে যাতে দ্রুত খেলা শুরু করা যায়। আমেরিকার এক নিয়মের ফলে খেলা শুরু হতে আরও দেরি হয়। সেই নিয়মে বলা, স্টেডিয়ামের ৮ মিলেদের মধ্যে বাঁধ বা বজ্রপাত হলে সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে। বড়বৃষ্টি ধামার পর ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। যদি তার মধ্যে বজ্রপাত না হয় তো খেলা শুরু হবে। যদি একবারও বজ্রপাত হয় তা হলে আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়মের জন্যই দেহঘটনার ম্যাচ দ্যাচার চার ঘণ্টায়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম ম্যাচ। ফ্রান্সের আগে ও পরে দু'বার বড় তুললেন এমবাপেও। ১৪ মিনিটের মাথায় বঙ্গের বাইরে যায়, স্টেডিয়ামের কাছাকাছি বড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামেও তা শুরু হয়।

জবাব গোলরক্ষকের কাছে ছিল না। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইরাক যে প্রতিআক্রমণের উপরেই ভরসা করবে, তা আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ম্যাচেও তা দেখা গেল। কিন্তু প্রতিআক্রমণ করে ফ্রান্সের রক্ষণ তারা ভাঙতে পারল না। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরু হওয়ার পর আবার গোল করেন এমবাপে। সেই সঙ্গে ব্রাজিলের রোনাল্ডোকে টপকে তিনি ছুঁয়ে ফেললেন প্রত্যাহা মতোই ইরাককে ৩-০ গোলে হারাল ফ্রান্স। আরও এক বার জোড়া গোল করলেন এমবাপে। কিন্তু সর্বাধিক গোল হারানোর পর ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। যদি তার মধ্যে বজ্রপাত না হয় তো খেলা শুরু হবে। যদি একবারও বজ্রপাত হয় তা হলে আরও ৩০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়মের জন্যই দেহঘটনার ম্যাচ দ্যাচার চার ঘণ্টায়। বিশ্বকাপের ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম ম্যাচ। ফ্রান্সের আগে ও পরে দু'বার বড় তুললেন এমবাপেও। ১৪ মিনিটের মাথায় বঙ্গের বাইরে যায়, স্টেডিয়ামের কাছাকাছি বড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছে। ধীরে ধীরে স্টেডিয়ামেও তা শুরু হয়।

টপকে বিশ্বকাপের সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন। তবে নিজের রেকর্ড নিয়ে খুব একটা হেলদোল নেই লিয়োনেল মেসির। তিনি যখন খুশি হয়েছেন আর্জেন্টিনাকে নকআউটে তুলতে পেরে। অস্ট্রিয়া ম্যাচের পর সে কথাই বলেছেন মেসি। অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে দলকে জিতিয়ে মেসি বলেন, "দল জেতা য সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছি। খুব দরকার ছিল এই জয়টা। কঠিন পরিশ্রম করতে হবে ম্যাচ জিততে গেলে। আমি প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছি। সতীর্থদের সঙ্গে আনন্দ করার জন্য তর সইছে না।" দু'গোলে জিতলেও অস্ট্রিয়া যথেষ্ট লড়াই করেছে বলে মনে করেন মেসি। জয় যে সহজ আসবে না, এটাও তিনি জানতেন। মেসি বলেন, "জিততে পেলে খুশি হয়েছি। কিন্তু কতটা কষ্ট করে জয় পেতে হয়েছে সেটা সকলেই দেখেছেন।"

